পরিবেশে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং তাদের গুরুত্ব

(Common Plants and their Importance in Environment)

* ভূমিকা :

আমরা যেখানে বাস করি, তার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলকেই বলা হয় - 'পরিবেশ', গাছ যেমন সজলে মাটি, অবাধ আলো এবং উৎকৃষ্ট সার পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠে। আমাদের বেঁচে ও বেড়ে ওঠার যেন ঠিক অনুরূপ আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই উৎকৃষ্ট পরিবেশ। স্বাস্থ্য উজ্জ্বল পরমায়ুর জন্য সুস্থ পরিবেশ বড়ো প্রয়োজন, গাছই হল পৃথিবীতে প্রাণের অগ্রদূত। তাই মানুষ সৃষ্টি পূর্বেই বৃক্ষশ্রেণি মানুষের খাদ্য ও শীতল ছায়া সৃষ্টি করে প্রতীক্ষা করেছিল তার আবির্ভাবের, এরপর মানুষের আগমনের পরেই অরণ্যই সেদিন থেকে দিয়েছিল খাদ্য, ছায়া, বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও নিরাপদ আশ্রয়, কিন্তু কালক্রমে মানুষ অরণ্য ধ্বংস করে পৃথিবীকে বৃক্ষহীন করে তুলেছে। তবে ক্রমশ মানুষ বুঝছে এভাবে অরণ্যের ধ্বংসসাধন আত্মহত্যারই নামান্তর বৃক্ষসৃজনে সেই বোধ ও শুভবুদ্ধিরই প্রকাশ।

* উদ্ভিদের গুরুত্ব :

আজ বনভূমি ধ্বংস নয় বনভূমি সৃজনই হোক মানুষের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। অক্সিজেন থেকে শুরু করে খাদ্য - বাসস্থান, ওষুধ পর্যন্ত সবই অরণ্যের অবদান। যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার ও অরণ্য নিধনের ফলে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভারসাম্য এখন নষ্টের মুখে, বনসৃজনই এর অন্যতম প্রতিকার। বর্তমানে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে

বাঁচার প্রয়োজনে সামাজিক ভিত্তিক বনসৃজনের কর্মসূচি গ্রহণ করে বলা হয়েছে "একটি গাছ, একটি প্রাণ"।

তবে এই বনউদ্যোগকে সফল করতে প্রয়োজন আবশ্যিক-ভাবে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষচ্ছেদনে আগে দুটি গাছ লাগানো। ভারতের বনাঞ্চল বেশ কম। যেখানে বনের পরিধি হওয়া উচিৎ মোট ভূভাগের ⅓ অংশ। যেখানে ভারতের বনাঞ্চলের পরিধি ১/৬ অংশ, এই ১/০ অংশ-র মধ্যে ১৬ শতাংশ মনুষ্যসৃষ্টি। ভারতে মোট রাজস্বের ৬০০ কোটি আসে বনসম্পদ থেকে যে জ্বালানি সমৃদ্ধ ভারত ঐশ্বর্যশালী তার প্রায় ৬০ শতাংশ হল বনসম্পদের দান, তাহলে বোঝা গেল যে, ভারতে অরণ্য সৃজনের চেয়ে অরণ্য ধ্বংস বেশি।

⊛ একটি গাছ, একটি প্রাণ :

সমাজ দেশ ও দেশের স্বার্থে সবুজায়ন আবশ্যক। আগামী দিনে শিশুর সুস্থ বায়ুতে শ্বাস গ্রহণের স্বার্থে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য, এই বিষয়ে সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্র শিক্ষকদের ও এগিয়ে আসতে হবে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'একটি গাছ একটি প্রাণ' জাগিয়ে তুলতে হবে। দিকে দিকে সবুজায়নের জন্য সমাজভিত্তিক বনসৃজনে শুরু হয়েছে। মানুষের সচেতনতার হাত ধরে দেশে আবার 'সবুজ বলাকা' পাখা মেলবে।

⊛ বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য :

মানুষ অরণ্য-বিনাশের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জলবায়ুকে নষ্ট করেছে, বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বায়ুযুক্ত দূষিত কণা ও উপাদানের পরিমাণ বাড়ে। বৃষ্টিপাত ও ঋতুচক্রের চরিত্র বদলে যায়, ফলে প্রাকৃতিক সার্বিক তাল-মিলের ছন্দের পতন ঘটে, প্রাচীন ভারতে বনভূমি গড়ে ওঠা তপোবন ছিল আশ্রমিক

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। জীবনদায়ী ঔষুধ বলতে বলতে একদা বনের গাছ-গাছড়াকেই বোঝাত। বর্তমানের অদ্ভুতপূর্ব উন্নতিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাফল্য এসেছে একথা ঠিক। কিন্তু আজও অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ঔষুধ প্রস্তুতিতে বন ও বনের গাছপালা সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেছে।

⊛ বৃক্ষচ্ছেদনের ফলাফল :

ফলাফলগুলি নীচে লেখা হলো—

① পরিবেশদূষণ : দূষণ হলো পরিবেশের একটি পরিবর্তন। মানুষে পরিত্যক্ত ও উদবৃত্ত শক্তিই পরিবেশের স্বাভাবিক কাজ কর্মের ব্যবহৃত করে। বর্তমানে বিশ্বে নানাবিধ মরণাস্ত্র; নানা রকমের পারমানবিক পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় কণা শিল্প-কারখানার জ্বালানো গ্যাস ও আবর্জনা, যানবাহনের জ্বালানি দ্বারা বায়ু বিষাক্ত ও দূষিত হয়ে পড়েছে।

② জলদূষণ : আজকের দিনে জলদূষণ এক ভয়ংকর সমস্যা। কলকারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পানীয় জলে সরবরাহের উৎসগুলি দূষিত হচ্ছে, এর ফলে মানুষ ও জলচর প্রাণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।

③ ভূমিদূষণ : কৃষি ও শিল্প বিপ্লবই হলো ভূমিদূষণের প্রধান কারণ, চাষের জমিতে নানারকম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষুধ প্রয়োগের ফলে ভূমি দূষিত হচ্ছে। শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ও শহর অঞ্চলের জঞ্জাল থেকে মাটি দূষিত হচ্ছে।

⊛ উপসংহার :

কিছু স্বার্থলোভী মানুষ সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে বনজ সম্পদের ক্ষতি সাধন করে দামি কাঠ-চালান করে

মুনাফা লুটছে। কিন্তু এগুলির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে কেননা বৃক্ষ যে আমাদের আমাদ প্রাণ, আমাদের রক্ষাকর্তা। ধ্বংসপ্রায় যেন মমতাময়ী জননীর ন্যায় আজও আমাদের হাতছানি দেয় — "হানো যদি কঠিন কুঠারে / তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে / ফল দেব ফুল দেব; দেব আমি পাখির কূজন।"

বনসৃজনে একজনের নয়, সমবেত মানুষের উদ্যোগ, বৃক্ষের উপযোগিতার উপলব্ধি করে বৃক্ষচ্ছেদের পরিবর্তে অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উদ্যোগটি ধরে রাখতে হবে, সভ্যতা প্রকৃতি ও পরিবেশের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদের সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।